আনন্দ বিহারে ডাকাত ধরতে গিয়ে গুলিতে হত ১

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : বাইকে চড়ে এসেছিল ডাকাতরা। টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর সময় তাদের পিছু ধাওয়া করেন মোহিত। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হল না। তিনি যখন ডাকাতদের প্রায় ধরে ফেলেছেন সেই সময়ই তারা গুলি চালিয়ে দিল মোহিতকে লক্ষ্য করে। এরপরেই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় বাইকে করে আসা ডাকাত দলটি। গুলির আঘাতে গুরুতর জখম মোহিতকে কাছের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। অজ্ঞাতনামা দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করেছে। তবে জানা গেছে, পুলিশের হাতে এই ডাকাত দলটি সম্পর্কে কিছু সূত্রও এসেছে। পুলিশ জানতে পেরেছে উত্তর প্রদেশ-দিল্লি সীমান্ত লাগোয়া অঞ্চলের কয়েক ব্যক্তি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত। ফলে ওই অঞ্চলে ধৃতদের সন্ধানে তল্লাশি চালাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুলিশ। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার রাতে। মালিকের ৮ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন দোকানের এক কর্মী। সে সময় বাইক বাহিনীর যুবকেরা তার কাছ থেকে ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। তারা যখন পালানোর চেষ্টা করছে, সে সময় মোহিত তাদের পিছু ধাওয়া করে বাইক বাহিনীকে ধরে ফেলার চেষ্টা করেন। মোহিত প্রায় ধরেও ফেলেছিলেন তাদের। কিন্তু সেই সময়ই বাইক বাহিনী তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, আনন্দ বিহারের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হচ্ছে। অথচ এ নিয়ে উদাসীন প্রশাসন-পুলিশ।

মধ্যপ্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সমমনোভাবাপন্ন দলের সঙ্গে জোট চান অখিলেশ

লখনউ, ৩০ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়া তো আছেই, এবার সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গেও জোট করতে চাইছে সমাজবাদী দল। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনে এমনটাই ইচ্ছা দলের সভাপতি অখিলেশ যাদবের। রবিবার তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে জোট রেখেও সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে জোট গড়া সম্ভব। এজন্য ইতিমধ্যেই অখিলেশ সহ দলের শীর্ষ নেতারা আলোচনা শুরু করে দিয়েছেন। কথা হয়েছে, গন্ডোয়ানা গণতন্ত্র পার্টির সঙ্গে। তারা আশ্বাস দিয়েছে, মোদীবিরোধী জোটে অখিলেশের হাত শক্ত করতে। তবে এখনও পর্যন্ত এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে সমাজবাদী দল এবং কংগ্রেস পরস্পরের হাত ধরেছিল। অর্থাৎ তারা একইসঙ্গে নির্বাচনে বিজেপির মোকাবিলা করতে নামে। সে সময় দেখা গেছে, অখিলেশ এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি একসঙ্গে জনসভা করছেন। প্রতিটি জনসভাতেই দু'জন দু'জনের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। এইসব জনসভাতে বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েতও হয়। তবে ভোটবাক্সে প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি। উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে হেরে যায় সমাজবাদী পার্টি।

এরপর কংগ্রেসের সঙ্গে জোট থাকলেও অখিলেশ তাদের বহুদিনের তীব্র সমালোচক বহুজন সমাজ পার্টির দিকেও মুখ ফেরান। উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচনে এই দু'দলের জোট প্রত্যাশিত সাফল্য পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মনেও ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। এরপর উত্তর প্রদেশে দু'টি উপনির্বাচনে জয়লাভ করেন বহুজন সমাজ পার্টি ও সমাজবাদী পার্টির প্রার্থীরা। তাঁরা হারিয়ে দেন বিজেপি প্রার্থীকে। মনে করা হচ্ছিল, সমাজবাদী দল ও বহুজন সমাজ পার্টি ২০১৯-এর সাধারণ নির্বাচন নিয়ে হাত বরাবর করে লড়াই করবে। কিন্তু ইদানীং মায়াবতীর মনোভাব অনেকেই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছেন না। এমনকি তিনি বিজেপির দিকেও সুর টেনে কথা বলেছেন। ফলে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি সকলকে নিয়ে মোদীবিরোধী জোটের যে স্বপ্ন দেখছিলেন তা অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে। পরে অবশ্য মায়াবতী বলেছেন, বিজেপির সঙ্গে তাঁর দলের কোনওরকম সম্পর্ক নেই। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, মিজোরাম এবং সম্ভবত তেলেঙ্গানাতেও চলতি বছরের শেষে বা আগামী বছরের গোড়াতে বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। আপাতত কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি পাখির চোখ করেছে মধ্যপ্রদেশকে। কারণ মধ্যপ্রদেশেই সবচেয়ে আগে বিধানসভা নির্বাচন। ওই রাজ্যে মোদী ঢেউ আটকাতে কংগ্রেস বিহারের মতো মহাগঠবন্ধন চাইছে। কিন্তু অখিলেশ চান সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকে নিয়ে জোট তৈরি করতে। কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে বৈঠকে সেকথা জানিয়েওছেন অখিলেশ। তবে অখিলেশ চান, বিরোধী জোট গড়ার দায়িত্ব যেহেতু কংগ্রেসের উপর সেহেতু তারাই এ বিষয়ে এগিয়ে আসুক। ইতিমধ্যে রাহুলের দল সমমনোভাবাপন্ন কিছু কিছু দলের সঙ্গে আলোচনাও শুরু করেছে।

তবে সমাজবাদী দল এক্ষেত্রেও বল দিতে পারে কংগ্রেসেরই কোর্টে। যদিও রাহুল এখনও পর্যন্ত সমমনোভাবাপন্ন দলগুলির সঙ্গে জোট গড়ার বিষয়ে তেমন মনিষ্ঠতা দেখাননি। কারণ সাম্প্রতিক অতীতে দেখা গেছে, বিরোধী দলগুলি সকলেই জোট গড়ায় রাজি নন। একমাত্র বিএসপি এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ের মতো রাজ্যগুলিতে তারা এখনই জোট গড়তে চাইছে না। আর এতে অবশ্যই খুশি বিজেপি। শেষ পর্যন্ত দেখার, সমমনোভাবাপন্ন দলগুলিকে নিয়ে অখিলেশ যাদব কতটা এগোচ্ছেন বা আদৌ এগোতে পেরেছেন কি না। কারণ কংগ্রেস এ নিয়ে হয়তো ঝুঁকি নেবে না।

অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজারের মৃত্যু নিয়ে ক্ষুব্ধ কেজরিওয়াল

লখনউ/নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : লখনউতে অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজার বিবেক তিওয়ারির হত্যাকাণ্ডে প্রবল ক্ষুব্ধ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল আঙুল তুললেন বিজেপির দিকে। তাঁর দাবি, বিজেপি মুখেই শুধু হিন্দুত্বের কথা বলে কিন্তু হিন্দুদের অধিকার রক্ষা করতে পারে না। কেজরিওয়াল মাইক্রোব্লগিং সাইটে দাবি করেছেন, পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থাই নেয়নি। প্রসঙ্গত, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব ইতিমধ্যেই এই ইস্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পদত্যাগ দাবি করেছেন। ভুয়ো সংঘর্ষ চালানোর জন্য বিজেপি পরিচালিত সরকারকে তিনি একহাত নিয়েছেন। যাদব এই ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করেছেন। তিনি কোনও বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করানো উচিত বলেও মন্তব্য করছেন। প্রসঙ্গত, লখনউয়ের গোমতী নগর এলাকায় অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজার বিবেক তিওয়ারিকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদিকে বিবেকের পরিবার তাঁর স্ত্রীর জন্য চাকরি এবং উপযুক্ত পরিমাণ আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। বিবেকের ভাই এদিন বলেছেন, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সফরের জন্য অপেক্ষা করে আছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনটি দাবি জানাতে চায় পরিবার। এই তিনটি দাবির মধ্যে বিবেকের স্ত্রীর চাকরি ও উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াও রয়েছে সিট গঠন।

উত্তর প্রদেশ পুলিশের প্রধান ওপি সিং শনিবারের গুলিচালনার তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, ২ পুলিশ কর্মী একটি প্রযুক্তি কোম্পানির এক্সিকিউটিভের গাড়ি থামাতে চেয়েছিল চেকিংয়ের জন্য। কিন্তু তিনি গাড়ি থামাতে অস্বীকার করাতেই এই বিপত্তি দেখা যায়। সিং দাবি করেছেন, কোনও পুলিশ কর্মীকেই এভাবে গুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি। ওই দুই কনস্টেবলকেই চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। কনস্টেবলরা ডিউটিতে থাকার সময় ঠিক কী করেছেন, তারা ঘুষ চেয়েছিলেন কি না তাও খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন সিং। এদিকে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত কনস্টেবল প্রশান্ত চৌধুরি দাবি করেছেন, আত্মরক্ষার জন্য তিনি গুলি চালাতে বাধ্য হয়। সেই সময় বিবেকের গাড়িতে ছিলেন তাঁর সহকর্মী সানা খান। সানার অভিযোগের ভিত্তিতেই দুই কনস্টেবলকে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি হয়েছে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এখন গোরক্ষপুরে রয়েছেন। সেখান থেকেই বিবৃতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, প্রয়োজন হলে সিবিআই এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করবে। প্রসঙ্গত, শনিবার উত্তর প্রদেশ পুলিশের কর্মীরা লখনউয়ের গোমতী নগর এলাকায় দুষ্কৃতী সন্দেহে তিওয়ারিকে গুলি করে হত্যা করেন। সে সময় তিওয়ারির গাড়িতে এক মহিলাও ছিলেন। ওই মহিলা জানিয়েছেন, তাঁর উপর যতই চাপ আসুক, তিনি কোনওভাবেই প্রকৃত সত্য গোপন করবেন না। সানা জানিয়েছেন, পুলিশ গুলি করার পর বিবেক গাড়ি চালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু এসইউভি গাড়িটি গিয়ে আন্ডারপাসের পিলারে ধাক্কা মারে। অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তিও দাবি করেছেন তিনি। জানা গেছে, গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরই লখনউয়ে অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজারকে কাছেই ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গেছে, বিবেক তিওয়ারিকে (৩৮) শনিবার লখনউয়ের অভিজাত গোমতী নগর অঞ্চলে পুলিশ গাড়ি থামাতে বলে। পুলিশ নাকি গাড়ি থামিয়ে চেক করতে চেয়েছিল। কিন্তু তিওয়ারি গাড়ি থামাতে অস্বীকার করলে তাঁকে গুলি করা হয়। এই ঘটনায় স্থানীয় মানুষের মধ্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক মহলে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এমনকি প্রতিক্রিয়া থামাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথকে টেলিফোনে কথা বলতে হয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এই ঘটনাকে ভুয়ো সংঘর্ষের বদলে অপরাধ দমনের ঘটনা বলে মন্তব্য করেন। প্রয়োজন হলে সরকার সিবিআইকে দিয়ে তদন্ত করাবার উদ্যোগ নিচ্ছে বলে জানান তিনি। পরে স্থানীয় মানুষের উত্তেজনা প্রশমনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে দেখা যায়, টুইট করে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন সাধারণ মানুষকে জানাতে।

অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজারকে পুলিশ এভাবে অপরাধীর তকমা দিয়ে গুলি করে মারায় ক্ষুব্ধ তাঁর সহকর্মীরাও। তাঁরা দাবি করেছেন, অতিরিক্ত কনস্টেবল প্রশান্ত চৌধুরি বিবেকের এসইউভি গাড়িটি তাড়া করে যাওয়ার পর তাঁকে গুলি করেন। সে সময় নিজেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন অ্যাপেলের সেলস ম্যানেজার। সম্ভবত বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। পুলিশ লেট নাইট চেকিং নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বিবেক গাড়ি না থামানোতে তাকে গুলি করা হয় বলে দাবি করেছে পুলিশ। সহকর্মী সানা খানের সঙ্গে রাতের খাবার খেয়ে বাড়ি ফেরার সময় ১.৩০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে।

অক্টোবরেও শীতের নামগন্ধ নেই দিল্লিতে। ইন্ডিয়া গেটে শিশুপুত্র সহ বিদেশিনী তাই আইসক্রিম খেতে ব্যস্ত।

জলপথকে নিরাপদ রাখতে ভারতীয় নৌবহরের প্রয়োজন আরও বেশি 'মাইনসুইপার' জাহাজ

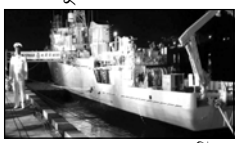

কলকাতা, ৩০ সেপ্টেম্বর : ভারতী নৌবহরের বর্তমানে মাত্র দু'টি মাইনসুইপার জাহাজ রয়েছে। এই জাহাজ জলপথে কার্যত রক্ষাকবচের কাজ করে। সমুদ্রের গভীরে কোথায় মাইন পোঁতা রয়েছে তা দেখে তারাই পরিষ্কার করে দেয় রাস্তা। দেশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য সি-লেন ও বন্দর। এইসব বন্দর ও সি-লেনে নিরাপত্তার জন্যই মাইনসুইপার জাহাজের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন ভারতীয় নৌবহরের শীর্ষ অফিসার রিয়ার অ্যাডমিরাল রাজারাম স্বামীনাথন। নৌবহরের তরফে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছে ইতিমধ্যেই ১২টি মাইনসুইপার জাহাজ চেয়ে আবেদন পাঠানো হয়েছে। স্বামীনাথন জানিয়েছেন, এই মাইনসুইপার জাহাজগুলি আদতে ছোট ছোট যুদ্ধ জাহাজ।

এই ছোট যুদ্ধ জাহাজগুলির কাজ হল, জলের গভীরে শত্রুপক্ষের পুঁতে রাখা মাইনকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া। জাহাজ চলাচলের পথ বিশেষ করে কার্গো এবং অশোধিত তেল নিয়ে যেসব জাহাজ চলাচল করে তাদের পথকে মসৃণ রাখতে এই সুইপারমাইন জাহাজের অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার ভারতীয় নৌবহরের জন্য কলকাতার গঙ্গায় জলে ভাসানো হল একটি ফুয়েল বার্জ। গোয়া শিপ ইয়ার্ড লিমিটেডের সঙ্গে এ নিয়ে কথা হয়েছে বলেও স্বামীনাথন এদিন সাংবাদিকদের জানান। এইসব মাইনসুইপার জাহাজ তৈরির জন্য জিএসএল বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছে। কারণ বিদেশে ইতিমধ্যেই এ ধরনের বহু জাহাজ তৈরি হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতাও ব্যাপক। সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চায় গোয়া শিপ ইয়ার্ড লিমিটেড। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও বিদেশি সংস্থার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেনি গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড। বিদেশি সংস্থার খোঁজ চলছে মাত্র। এই জাহাজের মূল কাজ হল জলপথকে পরিষ্কার রাখা। সেখান থেকে সব ধরনের আবর্জনা সরিয়ে সমুদ্রে গভীরে মাইন পোঁতা আছে কি না, তার অনুসন্ধান। বিদেশে ইতিমধ্যেই এ ধরনের জাহাজের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। ভারতীয় নৌবহরের হাতেও দু'টি জাহাজ রয়েছে। তবে আরও বেশি সংখ্যক জাহাজ তৈরি করতে উদ্যোগী হয়েছেন নৌবহর কর্তৃপক্ষ। জলপথকে সুরক্ষিত রাখতেই এই উদ্যোগ।

প্রসঙ্গত, গত বছরই প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্ট্যান্ডিং কমিটি মাইনসুইপার জাহাজ সংগ্রহে সরকারের অযথা বিলম্বের তীব্র সমালোচনা করে। কারণ ভারতীয় নৌবহরের দক্ষতার বিচারে এ ধরনের জাহাজের ব্যাপক প্রয়োজন রয়েছে। ভারতে এই মুহূর্তে কমপক্ষে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর রয়েছে। এছাড়া দেশের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলে ছোট ও মাঝারি অসংখ্য বন্দর রয়েছে। কাজেই এইসব বন্দরে ভিড় করে ছোট ছোট অসংখ্য জাহাজ। তাদের নিরাপত্তার জন্য এখনই যথেষ্ট সংখ্যক মাইনসুইপার জাহাজ প্রয়োজন।

মিজোরামে ন্যাশনাল পিপল্‌স পার্টির কর্মসূচি ঘোষণা

আইজল, ৩০ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন দাবি পূরণে এবার এগিয়ে এল ন্যাশনাল পিপলস্ পার্টি (এনপিপি)। মিজোরাম বিধানসভার আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবেই শনিবার আইজলে একগুচ্ছ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন এনপিপি-র জাতীয় সভাপতি ও মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সি কে সাংমা। এই অনুষ্ঠানে এনপিপি-র গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের মধ্যে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেমস কে সাংমা, ডেপুটি স্পিকার টিমোথি ডি'শিরা, ক্রীড়ামন্ত্রী লেংপাও হাওকিপ। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, মিজোরামকে নতুন করে তৈরি করতে চায় এনপিপি। এই অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব পরিচয়ও জোরদার করা হবে। ক্ষমতার জন্য যেসব দলগুলি অহেতুক তাদের আক্রমণ করছে, এদিন তাদেরও একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোর্টে সাক্ষ্য দিতে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ পেহলু খানের ছেলে

আলোয়ার, ৩০ সেপ্টেম্বর : অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীদের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন গণপিটুনিতে মৃত পেহলু খানের ছেলে। তিনি পেহলু খান হত্যা মামলার অন্যতম সাক্ষী। একটি গাড়ি করে আলোয়ারের বেহরোর শহরের আদালতের দিকে তাঁরা যাচ্ছিলেন। সেই সময় গুলিবিদ্ধ হন পেহলু খানের ছেলে ইরশাদ। গাড়িতে ইরশাদ ছাড়াও ছিলেন আজমত, রফিক, আরিফ এবং মানবাধিকার কর্মী আসাদ। স্বভাবতই এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ইরশাদ পরে নিমরানা থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। শুরু হয়েছে তদন্ত। আলোয়ারের পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, পেহলু খান গণহত্যার সাক্ষীরা এদিন একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন পুলিশের কাছে। তার ভিত্তিতেই পুলিশ মামলা দায়ের করেছে। শুরু হয়েছে তদন্ত।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ১ এপ্রিল পেহলু খান এবং তাঁর ছেলে এরশাদ একটি পশুমেলা থেকে দু'টি গরু কিনে বাড়ি ফিরছিলেন। কিন্তু সেই বাড়ি ফেরা আর হল না পেহলু খানের। পিছন থেকে তাদের উপর চড়াও হয় কয়েক ব্যক্তি। গোরু কিনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গো-মাংস খাওয়ার জন্য বলে অভিযোগ করে তারা। শুরু হয় গণপিটুনি। তাঁর ছেলে কোনওমতে পালিয়ে বাঁচেন। পুরো ঘটনাটি মোবাইল ফোনে ভিডিও রেকর্ডিং করা হয়। ২দিন পরে ৫৫ বছর বয়স্ক গুরুতর আহত পেহলু খানের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয় সারা দেশে। পেহলু খানের ছেলে সহ আরও একাধিক জনের সাক্ষ্য সমন্বিত অভিযোগও দায়ের হয়। পরে পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে।

সেই মামলারই সাক্ষ্য দিতে এদিন এরশাদ ও অন্যরা মানবাধিকার কর্মী আসাদের সঙ্গেই গাড়িতে চড়ে আলোয়ারের বেহরোর শহরে আদালতের দিতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ই কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তাদের অনুসরণ করে। এরপর গাড়ির মধ্যে বসে থাকা পেহলু খানকে লক্ষ্য করে তারা গুলি চালায়। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেছেন।

রাফাল চুক্তিতে জেট যদি এতই সস্তা, তবে ৩৬টি কেন, কটাক্ষ চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ৩০ সেপ্টেম্বর : ফ্রান্সের সঙ্গে রাফাল চুক্তি নিয়ে সে দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুখ খোলার পর কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি মন্তব্য করেছেন, 'মোদী বাবা ও চল্লিশ চোর' এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। আসলে নরেন্দ্র মোদীর রক্ষাকবচ হিসেবে আসরে নেমেছেন তাঁরই মন্ত্রিসভার একদল গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। আর তাদেরই এই তকমা দিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি। রবিবার আবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা পি চিদম্বরম টার্গেট করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মলা সীতারামনকে। মাইক্রোব্লগিং সাইটে টুইট করে চিদম্বরম বলেছেন, ফ্রান্সের কাছ থেকে রাফাল ফাইটার জেট চুক্তি নিয়ে অহেতুক চিৎকার করছে বিজেপি। রাফাল চুক্তিতে বিমানের দাম যদি এতই কম হয়, তবে সরকার মাত্র ৩৬টি বিমান কিনল কেন? এরপরই তিনি ইউপিএ আমলে ফ্রান্সের কাছ থেকে অনেক কম দামে রাফাল বিমান কেনা নিয়েও যে চুক্তি হয়েছিল তা কেন নরেন্দ্র মোদী সরকার পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করেছিল তার তিনটি কারণ দেখান। তাঁর দাবি, ১২৬টি রাফাল বিমান কেনার জন্য ইউপিএ জমানায় ভারতীয় বায়ুসেনা সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষেরই অনুমতি নেওয়া হয়।

চিদম্বরম টুইট করে বলেছেন, আর এখন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলছেন, রাফাল কেনা নিয়ে কেন তদন্ত চাইছে কংগ্রেস? কারণ এর সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে তিন-তিনটি কারণ। একেবারে ব্যক্তিগত কারণে কেন্দ্রীয় সরকার সংস্থা হালকে চুক্তি থেকে বাদ দিয়ে মুকেশ আম্বানির সংস্থাকে চুক্তির ভার দেওয়া হয়েছে। অথচ চুক্তির আগে এই সংস্থার এ ধরনের কাজ করার কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। চিদম্বরম কটাক্ষ করে বলেছেন, এনডিএ সরকার যদিও আগের সরকারের দামের থেকে ৯ শতাংশ কম দামে বিমান কিনছে, তবে ১২৬টির জায়গায় মাত্র ৩৬টি জেট কেনা হচ্ছে কেন?

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন রবিবার কংগ্রেসকে রাফাল চুক্তি নিয়ে একহাত নেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই চুক্তি নিয়ে কংগ্রেস বড় বেশি অস্থির হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কারণ চুক্তি থেকে টাকা হাতাতে পারছে না তারা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেন, ইউপিএ জমানায় কংগ্রেস অস্ত্র বিক্রেতা দালালদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। প্রতিরক্ষা দফতরের জন্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও তা না কিনে নিজেদের স্বার্থপূরণ করবে যেসব ক্ষেত্র সেইসব অস্ত্রই কিনেছিল তারা। পরিষ্কার বোঝা যায়, সীতারামন আসলে বলতে চেয়েছেন, সেনাবাহিনীর পক্ষে উপযুক্ত এমন অস্ত্রের পরিবর্তে যেসব অস্ত্র কেনা হলে ভাল কমিশন পাওয়া যাবে, সেইসব অস্ত্র কেনাতেই মদত জুগিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারা।

সীতারামনের এই মন্তব্যেরই এদিন জবাব দেন চিদম্বরম। তিনি প্রথমেই বলে দেন, রাফাল চুক্তিতে নাকি খুব কম দামে এনডিএ সরকার অস্ত্র কিনছে। তাই যদি হয়, তবে যথেষ্ট সংখ্যক বিমান না কিনে মাত্র ৩৬টি বিমান কেনার বরাত দেওয়া হয়েছে কেন? হ্যাল-কে এই চুক্তি থেকে সরিয়ে রাখার জন্য কেন্দ্রের ব্যক্তিগত স্বার্থকেই বড় করে তুলে ধরেছেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা।

পাটনায় রবিবার জাতীয় পুষ্টি প্রচার সপ্তাহে সচেতনতা শিবিরে অংশ নিলেন স্বেচ্ছাসেবীরা।